গাংনীতে প্রধান শিক্ষকের সাথে ছাত্রীর ভিডিও ভাইরাল, উত্তপ্ত সোশ্যাল মিডিয়া

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইসবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ ও দশম শ্রেনীর এক ছাত্রীর অনলাইনে পরকীয়ার ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় সোশ্যাল মিডিয়াতে চলছে সমালোচনার ঝড়।

গতকাল শুক্রবার বিকাল থেকে ইমোতে চুমাচুমি ও অশ্লীল কথাবার্তার ভিডিও ভাইরাল হয়। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে কথাবার্তার এক পর্যায়ে ওই ছাত্রীটি ঠোঁটে চুমা চাই। এসময় রাজু আহমেদ অশ্লিল অঙ্গভঙ্গি করে চুমা দেন। এদিকে ভিডিওটি কয়েকটি ফেসবুকে আপলোড দেয়ার সাথে সাথে এলাকার বিপুল সংখ্যক ফেসবুকে আপলোড ও শেয়ার হয়ে যায়। এরপর পরই কমেন্ট শুরু হয়।

অনেকেই লিখেছে, এই শিক্ষকের বিচার হওয়া দরকার। অনেকেই শিক্ষক রাজু আহমেদের বিচার দাবি ও স্কুল থেকে বহিষ্কারেরও দাবি করেছেন। তবে, অনেকেই শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধেও নানাভাবে বিষোদাগার করেছে।

আক্তারুল নামের এক সোশ্যালিস্ট লিখেছেন এটা যদি সত্যি হয় তাহলে আপামর জনসাধারণের প্রতি আমার আকুল আবেদন শিক্ষাঙ্গন বাঁচাতে এই শিক্ষককে বয়কট করুন, কাজিপুরবাসি এগিয়ে আসুন। একজন লিখেছেন, ‘৫৪ বছরের বৃদ্ধর সাথে ১৪ বছরের ভিডিও চুমাচুমি,,, এই হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনের অবস্থা’।

এব্যাপারে রাজু আহমেদের সাথে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করার জন্য কল দিলেও কলটি কেটে দেন। তার হোয়্যাটসঅ্যাপে ম্যাসেজ ও কল দিলেও রিসিভ করেননি।

এব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, ভুক্তভোগী ছাত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তারা আদালতেও যেতে পারবেন।

[redacted]

[redacted]

নভেম্বরে গণভোটসহ ৫ দাবিতে মেহেরপুরে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারি, নভেম্বরের মধ্যে গণভোট আয়োজনসহ পাঁচ দাবিতে মেহেরপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে জামায়াতে ইসলামী।

আজ শুক্রবার বিকেল ৪টায় কোর্টচত্বর থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কাথুলী বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়। বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন, মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমীর তাজ উদ্দিন খান।

বিক্ষোভ মিছিলে জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মোঃ ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর-২ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ও জেলা শুরা এবং কর্মপরিষদের সদস্য মোহাম্মদ নাজমুল হুদা, গাংনী উপজেলা আমীর ডাক্তার রবিউল ইসলাম, সদর উপজেলা আমীর সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমীর খান জাহান আলী, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা সেক্রেটারি মাস্টার জাব্বারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা সেক্রেটারি মোঃ খাইরুল বাশার, মেহেরপুর ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুস সালাম, মেহেরপুর কানন শিল্পী গোষ্ঠীর পরিচালক আব্দুল জব্বারসহ জামায়াতের বিভিন্ন ইউনিটের সভাপতি, সেক্রেটারিগণ ও অসংখ্য মানুষ এই বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে কলেজ ছাত্রীকে

গণধর্ষণ, দুই যুবক আটক

মেহেরপুরে প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে এক কলেজ ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন।

গত বুধবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের মাঠে এ নৃশংস ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আরেক অভিযুক্ত এখনও পলাতক রয়েছে।

আটকরা হলেন— মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের আফতাব আলীর ছেলে আশরাফুল ইসলাম এবং জুমাত আলীর ছেলে রাকিবুল ইসলাম। পলাতক অভিযুক্ত মিনারুল একই গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ জানায়, ঘটনার রাতেই ভুক্তভোগী কলেজছাত্রী নিজে বাদী হয়ে তিনজনকে আসামি করে ধর্ষণের মামলা দায়ের করেছেন। পরদিন বৃহস্পতিবার দুপুরে অভিযান চালিয়ে আশরাফুল ও রাকিবুলকে আটক করে। আজ শুক্রবার তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়, গত বুধবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ওই ছাত্রী তার প্রেমিকের সঙ্গে মোটরসাইকেলযোগে শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে বের হন। সন্ধ্যার পর তারা রাজাপুর গ্রামের মাঠের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তিন যুবক তাদের গতিরোধ করে। একপর্যায়ে প্রেমিকের গলায় ধারালো অস্ত্র ঠেকিয়ে তাকে পাশের ইউপি সদস্য চঞ্চলের ভাটার পেছনের আমবাগানে নিয়ে যায় তারা। সেখানে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। টাকা না দিলে দু’জনকে বিবস্ত্র করে ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়।

চাপে পড়ে প্রেমিক তার প্রেমিকাকে তাদের কাছে রেখে টাকা আনতে মেহেরপুর শহরের দিকে চলে যান। টাকা নিয়ে ফিরে এসে তিনি দেখতে পান প্রেমিকা কান্নাকাটি করছেন। পরে ছাত্রী জানান, তিন যুবক তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে। এরপর প্রেমিক স্থানীয় লোকজনকে খবর দিলে তারা এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি (অপারেশন) জাহাঙ্গীর সেলিম বলেন, “ভুক্তভোগী নিজে বাদী হয়ে মামলা করেছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পলাতক আসামিকে ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে। ভুক্তভোগীর মেডিকেল পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।”

নভেম্বরের মধ্যে গণভোট দিতে হবে

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ইমারতের নির্বাচন ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৬-২৭-২৮ সালের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নতুন আমির নির্বাচিত হয়েছেন ড. শফিকুর রহমান। এটি জামায়াতের সাংগঠনিক নিয়মনীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত নির্বাচন।

জামায়াতের সেশন শেষ হলে আমাদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে নতুন আমির নির্বাচিত হন। নতুন আমির নির্বাচনের পর আমাদের পরবর্তী ধাপ হলো কেন্দ্রীয় মজলিস গঠন যা জামায়াতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ ও স্থান। মজলিস নির্বাচন হওয়ার কারণে আজ আমি মেহেরপুর সফর করেছি।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩টার সময় মেহেরপুর শহরের পশুহাটসংলগ্ন চুয়াডাঙ্গা রোডে জেলা জামায়াতে ইসলামীর অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও অঞ্চল পরিচালক (যশোর-কুষ্টিয়া) মোবারক হোসাইন এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি সারা দেশে ৩০০ আসনে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে আমরা গত কয়েক মাস ধরে জনসাধারণের কাছে আমাদের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। নির্বাচনী প্রচার ও অভিযান বলতে যা বোঝায়, আমরা সেই অভিযানে লিপ্ত আছি এবং আমাদের প্রার্থীরা ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। আজ এখানে আমাদের রোকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে অনেক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে তারা ঘরে ঘরে প্রার্থীর পরিচিতি ও ভোট দেওয়ার ব্যাপারে নারীদের অবহিত করেছেন। এটি শুধু মেহেরপুর নয়, সারা বাংলাদেশের চিত্র একই। আমরা আশা করি, আগামী নির্বাচন যদি সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি সরকার গঠনের পর্যায়ে যাবে।

গণভোট নভেম্বরে হবে এটি আমরা সরকারের কাছে এবং বাংলাদেশের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল আহ্বান জানিয়েছি। আপনারা জানেন, বিএনপি-সহ অল্প কয়েকটি রাজনৈতিক দল গণভোটের বিপক্ষে। একই দিনে গণভোটের

অসুবিধাগুলো জাতির সামনে তুলে ধরেছি। আমরা আশা করেছিলাম, সরকার গণভোটের পক্ষে নভেম্বরে রায় দেবে। কিন্তু এখন আমরা দেখলাম, প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুস গণভোট এবং নির্বাচন একই দিনে করার কথা বলেছেন। আমরা জরুরি ভিত্তিতে আমাদের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বৈঠক আহ্বান করব এবং সেই বৈঠকে পর্যালোচনা করে ৮ দলের কমিটির মাধ্যমে সাংবাদিক সম্মেলনে আগামীর পদক্ষেপ জানিয়ে দেব।

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান, গাংনী-২ আসনের মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা কর্মপরিষদ ও শুরা কমিটির সদস্য নাজমুল হুদা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী আসনে এনসিপি থেকে দলীয় মনোনয়নপত্র জমা দিলেন অ্যাড. সাকিল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসন থেকে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এর প্রার্থী হিসেবে অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদ দলীয় মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় এনসিপি’র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তিনি এই মনোনয়নপত্র জমা দেন।

অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদ জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক, মেহেরপুর জেলার প্রধান সমন্বয়কারী এবং এনসিপি সমর্থিত আইনজীবীদের সংগঠন ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্স (NLA) এর মুখ্য সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়াও অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদ বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের পদমর্যাদার স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর (SPP) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, এবং গাংনী উপজেলা থেকে এই পদে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত। দীর্ঘদিন ধরে তিনি সমাজসেবা, শিক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুক্ত

থেকে তরুণদের মধ্যে নেতৃত্ব ও নাগরিক সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে যাচ্ছেন।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর এক সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদ বলেন, গাংনী আমার জন্মভূমি। এখানকার মানুষের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে আমি কাজ করতে চাই। ন্যায়, উন্নয়ন ও পরিবর্তনের রাজনীতি গড়তে এনসিপি আমার প্ল্যাটফর্ম।

এ সময় এনসিপি’র স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সমর্থকরা তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, তরুণ নেতৃত্ব, আইনি পেশায় অভিজ্ঞতা এবং গণমানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের কারণে অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদকে এই আসনে ‘যোগ্য প্রার্থী’ হিসেবে বিবেচনা করছে এনসিপি।

মেহেরপুর রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন

মেহেরপুর রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনে ভাইস প্রেসিডিন্ট পদে আল আমিন ইসলাম বকুল ও সেক্রেটারি পদে অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন জয়লাভ করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে সকাল ১১ টা থেকে বিরতীহীন ভাবে ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে। ভোটগণনা শেষে প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা ও মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবির ফলাফল ঘোষণা করেন।
ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে আল আমিন ইসলাম বকুল ২৩৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন, প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী অ্যাড. নজরুল ইসলাম পেয়েছেন ১০৫ ভোট। সেক্রেটারি পদে অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন ২৫৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী কাজী মিজান মেনন পেয়েছেন ৮৮ ভোট।

বিজয়ী অন্যান্যদের মধ্যে নির্বাহী সদস্য নুর রহমান ২২১ ভোট, একেএম আনোয়ারুল হক কালু ২৫৩ ভোট, মাজাহারুল ইসলাম ২০৯ ভোট, মো: নজরুল ইসলাম ১৭৭ ভোট এবং সোহেল রানা ১৯৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে।
নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আশাদুল ইসলাম ও আবু তালেব দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাচনে ৭টি পদে ১৪ জন প্রতিদ্বন্দীতা করেন।

আরেকবার ধানের শীষে ভোট দিন, এলাকার উন্নয়নে কাজ করব

মেহেরপুর-২ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন বলেছেন, “আপনারা আমাকে নিজের সন্তান মনে করে আকালের আমলে ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে এমপি বানিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগের সেই আমলে আমাকে দু’টা গম আর জেলা পরিষদের সামান্য বরাদ্দ ছাড়া কিছুই দেয়নি। তারপরও আমি আমার বরাদ্দকৃত সেই সামান্য অর্থ দিয়ে আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি জানি, আপনারা এখনো আমাকে সন্তান হিসেবে ভালোবাসেন। সেই ভালোবাসা দিয়ে এবারও ধানের শীষে ভোট দিয়ে এই আসনটি বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের হাতে তুলে দেবেন। আমি নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়নে নিজেকে সেবক হিসেবে আপনাদের পাশে রাখব।”

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে গণসংযোগকালে জনতার উদ্দেশ্যে তিনি এই আহ্বান জানান।

সেই সময় তিনি গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গণসংযোগ করেন। এর আগে তেঁতুলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এক বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক

আসাদুজ্জামান বাবলু, সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোরাদ আলী, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান গাড্ডু, জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমান, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুর রহমান বুলবুল, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ছাত্রনেতা জাহাঙ্গীর আলম, কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান বাবলু, পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুরেলী আলভী, বিএনপি নেতা আবু সাদাত মো. সায়ম পল্টু, কাথুলী ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান হোসাইন, বিএনপি নেতা আবদুস সাত্তার, গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আব্দুল হান্নান, জেলা যুবদলের সদস্য ফারুক হোসেনসহ বিএনপির নারী নেত্রী ও স্থানীয় বিএনপি এবং সহযোগী সংগঠনের নেতা- কর্মীরা।

পথসভা শেষে বিশাল বহরের একটি মিছিল তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ, ধানের শীষে ভোট প্রার্থনা ও কুশল বিনিময় করেন। এ সময় স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। গণসমাবেশ ও মিছিলে বিপুল সংখ্যক নারী কর্মীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

সমাবেশে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন আরও বলেন, “ছাত্র বয়স থেকে আমি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শের সৈনিক। ছাত্র জীবন থেকে ছাত্রদলের নেতৃত্ব দিয়েছি, যুবদলের নেতৃত্ব দিয়েছি। দীর্ঘদিন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি। বিগত স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে মেহেরপুর ও গাংনীর নির্যাতিত-নিপীড়িত নেতাকর্মীদের আপদে-বিপদে পাশে থেকেছি।”

এদিকে বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনের গণসমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

তিনি অভিযোগ করেন, এলাকার এক ক্যাসিনো ব্যবসায়ীর টাকায় ধানের শীষের প্রার্থীকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের সাজ্জাদ হোসেন পলাশ নামের এক অনলাইন জুয়াড়ি। কয়েক মাস

আগে ঘোষিত বিএনপির নতুন কমিটি থেকে যোগ্য ও ত্যাগী নেতাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই সুযোগে কিছু অনলাইন ক্যাসিনো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীরা বিক্ষোভ ও মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে কর্মসূচি চালাচ্ছেন।

তিনি বলেন, “গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে সাজ্জাদ হোসেন পলাশ ঢাকায় আওয়ামী লীগ, মেহেরপুরে জামায়াতের সমর্থক আর গাঁড়াবাড়িয়ায় বিএনপির পরিচয় দেয় এবং মিল্টন সাহেবের সঙ্গে চলাচল করে। ক্যাসিনো সম্রাটরা মিল্টন সাহেবকে টাকা দিয়ে আমজাদ সাহেবের নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এসবের দাঁতভাঙা জবাব আমাদের সবাইকে দিতে হবে।”

সাংবাদিকদের উদ্দেশে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, “আমজাদ সাহেব সৎ ও যোগ্য নেতা, তাকে নিয়ে অপসংবাদিকতা করবেন না।”

গণমিছিল ও পথসভায় তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্রবীণ বিএনপি নেতাকর্মী, তরুণ ভোটার ও বিপুল সংখ্যক নারী ভোটারের উপস্থিতি ছিল।

নির্বাচনের আগে সরকারকে গণভোট দিতেই হবে

মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত জেলা রোকন সম্মেলনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন বলেছেন, নির্বাচনের আগে সরকারকে গণভোট দিতেই হবে।

বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩টার সময় মেহেরপুর শহরের পশুহাটসংলগ্ন চুয়াডাঙ্গা রোডে জেলা জামায়াতে ইসলামীর অফিসে এ রোকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর (১) আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির তাজউদ্দিন খান। প্রধান আলোচক ছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের

পরিচালক মোবারক হোসাইন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আলমগীর বিশ্বাস, যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চল টিম সদস্য, গাংনী (২) আসনের মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা কর্মপরিষদ ও শুরা কমিটির সদস্য নাজমুল হুদা, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুবুল আলম, জেলা সেক্রেটারি মো. ইকবাল হোসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী মাওলানা রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমির মাওলানা খানজাহান আলী, গাংনী উপজেলা আমির ডা. রবিউল ইসলাম, সদর উপজেলা সেক্রেটারি মাস্টার জাব্বারুল ইসলাম এবং মুজিবনগর উপজেলা সেক্রেটারি মো. খাইরুল বাশ।

সম্মেলনে জেলা জামায়াতের রোকন সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে শিশু মৃত্যু রোধে সাঁতার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু রোধে সাঁতার প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী উপজেলার ধানশিঁড়ি রিসোর্টের সুইমিং পুলে এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল সালাম। সাঁতার প্রশিক্ষণে অংশ নেয় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আনোয়ার হোসেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও লুৎফন নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নুরানি, সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান এবং চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনিছুর রহমান।

সাঁতার প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা জানায়, পর্যাপ্ত জলাশয় ও পুকুর না থাকায় আমরা সাঁতার শেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ আয়োজন করায় আমরা খুবই উপকৃত হবো এবং নিজেদের আত্মরক্ষার সুযোগ পাবো।

জেলা প্রশাসক ড. আবদুল সালাম বলেন, প্রতিবছর মেহেরপুর জেলায় পানিতে ডুবে অনেক শিশু মারা যায়, যা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।

জেলায় পর্যাপ্ত জলাশয় না থাকায় শিশুরা সাঁতার শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে বারবার পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। এতে সচেতন মহল ও অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। এ কারণেই জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলার প্রতিটি গ্রামে সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে জেলা শহর ও গাংনীতে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে।